যুগান্তর

তারিখ 28 SEP 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

শিক্ষা উপদেষ্টার নির্দেশ ১৫ দিনেও কার্যকর হয়নি

যুগান্তর রিপোর্ট

দুর্নীতিবাজ ৩ প্রকৌশলীকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান ফাইলে অনুমোদন দিলেও তা কার্যকর হয়নি। উল্টো ফাইলের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দুর্নীতিবাজদের মুক্ত করতে মহল বিশেষের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, জোট সরকারের সময়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলায় ৫তলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ভবন নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়। এজন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা। জোট সরকারের মেয়াদেই এ ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের জালিয়াতি ধরা পড়ে। দরপত্রের নকশা পরিবর্তন করে ৫ তলার পরিবর্তে ৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। যাতে বাইরে থেকে ভবনটিকে ৫ তলা মনে হয়, সেজন্য তিন তলার ওপরে শুধু দেয়াল তুলে ৫ তলা দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভেতরে কিছুই নেই। চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় শিক্ষকদের কমনরুম, প্রশিক্ষক কক্ষ এবং লাইব্রেরি থাকার কথা ছিল।

নজিরবিহীন এ অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টনক নড়ে। ৩০ জুন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (উন্নয়ন) সামেনা বেগমকে প্রধান করে ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সরেজমিন গিয়ে এক মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করে। তদন্ত রিপোর্টে নির্মাণ কাজে বড় ধরনের অনিয়ম করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া নকশার ৫ তলা ভবনকে ৩ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করে পুরো বিল ছাড় করার ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। তদন্ত কমিটি এ কাজে অনিয়ম করার জন্য তদারকির দায়িত্বে থাকা শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের ৩ জন প্রকৌশলীকে দায়ী করে। এদের মধ্যে দু'জন ঢাকায় শিক্ষা ভবনে কর্মরত এবং বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করারও সুপারিশ করে। তদন্ত রিপোর্টটি শিক্ষা উপদেষ্টার নজরে এলে তিনি তদন্ত কমিটির সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দেন। এরপর এ মাসের প্রথম সপ্তাহে সেভাবে ফাইল প্রস্তুত করা হয় এবং ফাইল শাখা থেকে উত্থাপন করে শিক্ষ সচিব এবং উপদেষ্টা পর্যন্ত অনুমোদিত হয় বরখাস্ত করার আদেশ জারির চিঠিও প্রস্তুত কর হয়। কিন্তু চিঠি স্বাক্ষর হওয়ার আগ মুহূর্তে অদৃশ্য রশির টানে হঠাৎ করে, এ চিঠি ইস্যু আটকে যায়। গত ১৫ দিনেও বরখাস্তের ওই চিঠি আর আলোর মুখ দেখেনি।

সূত্র জানিয়েছে, একটি প্রভাবশালী মহল ৩ প্রকৌশলীকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা ফাইলের কার্যকারিতা স্থগিত করার জন্য উপদেষ্টাকে দিয়ে 'আলাপ করুন' মর্মে লেখানোর চেষ্টাও অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যে যাদের দায়ী করা হয়েছে তার নিজেদের নির্দোষ দাবি করে চিঠিও দিয়েছেন, কিন্তু তাদের এ চিঠি আগে ফাইলে না থাকলেও গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ করে নথিতে সংযুক্ত করে তা সদয় বিবেচনার জন্য ওপরে তোলা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এমনিতেই নানা কারণে শিক্ষা প্রকৌশল